



Key Properties	
Atomic Mass	[278]
Category	unknown-properties
State at 20°C	solid
Melting Point	null
Boiling Point	null
Density	37.4*
Electron Config	[Rn] 5f146d77s2
Electronegativity	null
Year Discovered	1982
Discovered By	GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research

- ### Did You Know?
- এটি অস্ট্রিয়ান-সুইডিশ পদার্থবিজ্ঞানী লিস মেইটনারের সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগামী এবং পারমাণবিক বিভাজনের সহ-আবিষ্কারক ছিলেন।
  - মেইটনারের নামানুসারে উপাদানটির নামকরণকে একজন উজ্জ্বল বিজ্ঞানীর জন্য দীর্ঘদিনের অপ্রত্যাশিত সম্মান হিসাবে দেখা হয়েছিল যিনি বিদ্যার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারের জন্য উপেক্ষিত ছিলেন।
  - এটি আয়রন-58 আয়ন দিয়ে বিসমাথ-209 লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করে তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম সংশ্লেষণ শুধুমাত্র একটি একক পরমাণু উত্পাদিত।
  - এটি গ্রুপ 9 এর সদস্য এবং ঘরের তাপমাত্রায় এটি একটি খুব ঘন, কঠিন ধাতু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
  - এর সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপের অর্ধ-জীবন প্রায় 7.6 সেকেন্ড।

#### APPEARANCE

মেইটনেরিয়াম একটি সিন্থেটিক, অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় উপাদান।

#### SUPERHERO PERSONA

"দ্য ফিশনারি, একজন নায়ককে সম্মানিত করার জন্য নামকরণ করা হয়েছে সেই উজ্জ্বল মহিলা পদার্থবিজ্ঞানী যিনি পারমাণবিক বিভাজন সহ-আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু নোবেল পুরস্কারের জন্য উপেক্ষা করা হয়েছিল।"

#### EVERYDAY CONNECTION

Meitnerium কোনো দৈনন্দিন সংযোগ নেই, শুধুমাত্র গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

#### POP CULTURE

মেইটনেরিয়ামের নামকরণ পদার্থবিজ্ঞানী লিস মেইটনারের প্রতি একটি ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধন করেছে।

### মেইটনেরিয়াম: অধরা, অতিভারী মৌল

মেইটনেরিয়াম একটি মনুষ্যসৃষ্ট, অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু। এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি পরমাণু তৈরি হয়েছে, এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগে মাত্র ৮ সেকেন্ডের জন্য টিকে থাকে। এই কারণে, এর কোন ব্যবহারিক ব্যবহার নেই - বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর গুরুত্ব নিহিত। মৌলটির নামকরণ করা হয়েছে পদার্থবিদ লিস মেটনারের নামে, যিনি পারমাণবিক বিভাজন আবিষ্কারে সহায়তা করেছিলেন।

### একটি মনুষ্যসৃষ্ট মৌল

মেইটনেরিয়াম প্রকৃতিতে বিদ্যমান নেই - এটি কেবল পরীক্ষাগারে তৈরি করা যেতে পারে। এটি তৈরি করতে, বিজ্ঞানীরা লোহার আয়নগুলিকে ভেঙে বিসমাথ পরমাণুতে পরিণত করার জন্য একটি ভারী আয়ন ত্বরনকারী ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৮২ সালে, এই প্রক্রিয়া (এক ধরণের "ঠান্ডা সংযোজন") মেইটনেরিয়াম-২৬৬ এর একটি একক পরমাণু তৈরি করেছিল।

### আবিষ্কারের ইতিহাস

প্রথম সংশ্লেষণ (১৯৮২): পিটার আর্মব্রাস্টার এবং গটফ্রিড মুনজেনবার্গের নেতৃত্বে জিএসআই ডার্মস্ট্যাডে একটি জার্মান গবেষণা দল পুরো এক সপ্তাহ ধরে কাজ করে অবশেষে মাইটনেরিয়ামের একটি পরমাণু আবিষ্কার করে।

সরকারি স্বীকৃতি (১৯৯৭): ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি (IUPAC) আবিষ্কারটি নিশ্চিত করে এবং লিস মাইটনারের সম্মানে মৌলটির নামকরণ করে মাইটনেরিয়াম।

### জৈবিক ভূমিকা

জীবন্ত জিনিসে মাইটনেরিয়ামের কোনও ভূমিকা নেই। আসলে, এর চরম তেজস্ক্রিয়তার কারণে এটি বিপজ্জনক হবে - কিন্তু যেহেতু এটি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই এটি কখনই জীববিজ্ঞানের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পায় না।